৮ম পাঠ ঃ

আমাদের পরিবার

ঈশ্বরের কার্যকারী হিসেবে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ঠিকমত পরিচালনা করতে জানাই যথেষ্ট নয়। প্রেরিত পৌল বলেছেন, নিজেদের ঘর-সংসার ঠিকমত পরিচালনা করা হোল মণ্ডলীর পরিচালকদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। তিনি খুব সহজভাবেই বলেছেন যে, "যিনি তার নিজের বাড়ীর ব্যাপার পরিচালনা করতে জানেন না, তিনি কি করে ঈশ্বরের মণ্ডলীর দেখাশুনা করবেন" (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৫)? এ কথার মধ্য দিয়ে পৌল ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে ঘর-সংসার পরিচালনা করতে আমাদের বলেছেন।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, কিভাবে আমরা আমাদের ঘর-সংসারের উত্তম ধনাধ্যক্ষ হতে পারি। এই বিষয় ভালভাবে বুঝবার জন্যই এই পাঠঠি দেওয়া হ'ল। এই পাঠ পড়ে আশা করি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ঘর-সংসার, ঈশ্বর যেমন চান, তেমনভাবে পরিচালনা করতে পারব। তাছাড়া মণ্ডলী বা সমাজের মধ্যে অন্যদেরও আমরা এই বিষয় শেখাতে পারবো।

পাঠের খসড়া ঃ

খ্রীষ্টিয় পরিবার।
- পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।
- পরিবারের গঠন।
- পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- পরিবারে ধনাধ্যক্ষের ভূমিকা।

খ্রীষ্টিয়ানের ঘর।
- প্রভুর বাসস্থান।
- অতিথীদের থাকবার জায়গা।
- প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ পড়ে শেষ করার পর আপনি ঃ

★ খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের লোকদের ও এর পরিচর্যাকারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আপনার পরিবার কি কি ভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই সম্পর্কে কতকগুলো উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন।

★ পরিবারে আপনার পরিচর্যা কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এই পাঠের প্রত্যেকটি বিষয় খুব ভালভাবে পড়ুন।

২। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে সেগুলো পাঠের মধ্যে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। তারপর পাঠটি আবার ভালভাবে পড়ুন। এবার পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষার উত্তর লিখে বই'এর পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলান।

৩। প্রার্থনা করুন যেন প্রভু এই পাঠের বিষয় বুঝতে ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে আপনাকে ও আপনার পরিবারের সবাইকে সাহায্য করেন, এবং আজ থেকেই যেন এইভাবে জীবন শুরু করার জন্য কতকগুলো নীতি উদ্ভাবন করতে পারেন।

● ● ●

মূল শব্দাবলী ঃ

উদ্ভাবন	সর্বোপরি	একঘেয়েমি	কর্মকাণ্ড
অকৃতকার্য্য	আত্ম অস্বীকার মূলক	অত্যাধিক	ব্যবস্থাপনা
অপরাধ প্রবণ	অপরিহার্য	অভূতপূর্ব	উদ্ধৃত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

খ্রীষ্টিয় পরিবার ঃ

পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তা যে ঈশ্বর তা' বুঝতে পারা।

ঈশ্বরই হলেন পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। আদম ও হবাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর পরিবার প্রতিষ্ঠা করলেন (আদি পুস্তক ১ ঃ ২৭) ও তাদের বললেন, যেন তাদের সন্তান সন্ততি হয় (আদি পুস্তক ১ ঃ ২৮)। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিবারের উপর রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ তিনিই পরিবারের কর্তা। এই পরিবার তাঁর—তিনিই এর কর্তা।

১। ঈশ্বর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তা, কেননা তিনি—

ক) জানতেন যে মানুষ অকৃতকার্য হবে।

খ) পরিবার সৃষ্টি করেছেন।

গ) তাঁকে মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিবারের গঠন ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন কেমন হবে তা বলতে পারা।

মানুষের জন্য ঈশ্বর পরিবার গঠনের যে পরিকল্পনা করেছেন—সেইভাবে যারা একসাথে বাস করছে, তাদের নিয়েই খ্রীষ্টিয় পরিবার। ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩ পদে ও ইফিষীয় ৫ ঃ ২২ থেকে ৬ ঃ ৪ পদ পর্য্যন্ত পরিবার পরিচালনার যে নীতিগুলো দেওয়া হয়েছে, এবং পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্কের বিষয় যা বলা হয়েছে,

ঈশ্বর চান—এগুলো নিয়েই হবে খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট যেমন স্বামীর মস্তক, ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রীর মস্তক। ছেলেমেয়েরা মা-বাবার অধীন। অন্যভাবে বললে, ঈশ্বর পরিবারে যাকে যেখানে রেখেছেন, সে সেখানে তার দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করবে ও অন্যরা তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে। নীচের নক্শাটিতে খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন কেমন হবে তা দেখানো হয়েছে—

উপরের ঐ পদগুলো থেকে আমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারি, যেমন—এই পদগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, পরিবারের পরিচালক কিভাবে তার পরিবার পরিচালনা করবেন। খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই একই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই পরিবারের গঠন। খ্রীষ্টের ভালবাসা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উদাহরণ স্বরূপ রেখে, পরিবারের পরিচালকেরা তাদের পরিবার পরিচালনা করবেন। যেমন—খ্রীষ্ট কখনও এক নায়ক ছিলেন না। জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু করানোর মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিলনা। ভালবাসাপূর্ণ নির্দেশ ও সহযোগীতা দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের পরিচালনা করেছিলেন ও নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে শিষ্যদের কাছে এক অভূতপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পরিবারের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দেন, তাদেরও এই একই আদর্শ, ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা নেতৃত্ব দিতে হবে।

সর্বোপরি এ কথাই বলা যায় যে, একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্য খ্রীষ্টকে তাদের পরিবারের সর্বময় কর্তা হিসাবে মেনে নেবে। আর

এভাবেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার পরিচালিত হবে। পরিবারের মস্তক খ্রীষ্ট—তাঁকে বাদ দিয়ে খ্রীষ্টিয় পরিবার গঠিত হওয়া অসম্ভব।

২। খ্রীষ্টিয় পরিবারের গঠন কেমন হবে, সেই বিষয় আপনার নোট বই'এ দু-তিনটি উক্তি লিখুন। আপনার উক্তিগুলোর পক্ষে বাইবেল থেকে কতকগুলো পদের উল্লেখ করুন।

পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয় বাইবেল যে শিক্ষা দেয়, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তিগুলো বুঝতে পারা।

কোন পরিবার যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে চায়, তাহলে ঐ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করে যেতে হবে।

বিবাহিত পুরুষ ও নারী ঃ

বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে নিয়েই ঈশ্বরের পরিকল্পিত পরিবার। ঈশ্বর বলেছিলেন ঃ "মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি" (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৮)। ঈশ্বর পুরুষ থেকেই নারী সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি বললেন যে বিয়ের মধ্য দিয়েই পুরুষ ও নারী আবার একাংগ হবে (আদি পুস্তক ২ ঃ ২৪)। ঈশ্বরের সৃষ্টির কি মহান রহস্যই না এর মধ্যে লুকিয়ে আছে (ইফিষীয় ৫ ঃ ৩২-৩৩)।

পুরুষ ও নারীর মিলন স্থায়ী করবার জন্য ঈশ্বর স্বামী ও স্ত্রী দুজনের জন্য কতকগুলো নিয়ম দিয়েছেন। সেগুলো এরূপ—

১। একে অন্যের সাথে দেহে মিলিত হতে অস্বীকার কোরো না। ১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৩-৫ পদে প্রেরিত পৌল স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দৈহিক সম্পর্কের অপব্যবহার সম্পর্কে বাইবেলে

ভুরি ভুরি সতর্কবাণী আছে, কিন্তু কেবল এই একটি জায়গায়ই এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে। আর বিবাহই একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের এই দৈহিক সম্পর্ককে শুচি বা পবিত্র করা হয়।

নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়েই বিবাহের শুরু (আদি পুস্তক ২ ঃ ২৪)। তাই শাস্ত্র যখন এই বিবাহ প্রথার প্রচলন সমর্থন করে ও এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দেয়, তখন আমাদের অবাক্ হবার কিছুই থাকেনা। এই আদর্শ বা ব্যবস্থা অনুসারে স্বামী-তার স্ত্রীর ও স্ত্রী তার স্বামীর দৈহিক চাহিদা মেটাবে—কেননা স্ত্রীর দেহ শুধু তার একার নয়, তার উপর তার স্বামীরও অধিকার আছে। সেইভাবে স্বামীর দেহ শুধু তার একার নয়, তার উপর তার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। যারা এই নীতিটি মেনে চলে ও ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা পালন করে, তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয় ও তারা একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ত হয় না।

৩। ১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৩-৫ পদ পড়ে নীচের প্রশ্ন দুটোর উত্তর দিন।

ক) একমাত্র কখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সাথে মিলিত হতে অস্বীকার করতে পারে ?

....

খ) স্বামী-স্ত্রী একে অন্য থেকে আলাদা থাকবার জন্য তাদের প্রথমে কি করতে হবে ?

....

....

২। একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যখন একজন নারী ও পুরুষ প্রভুতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, সারাজীবন তারা একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। ঈশ্বর চান সমস্ত জীবন ব্যাপী তারা যেন তাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। তাই স্বামী-স্ত্রীর সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে, তাদের দেহ প্রথমতঃ প্রভুর .... তারপর স্বামীর দেহ স্ত্রীর ও স্ত্রীর দেহ স্বামীর।

প্রেরিত পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি কেউ তার দেহ বেশ্যার দেহের সংগে যুক্ত করে তবে সে খ্রীষ্টের দেহের অংশ নিয়ে বেশ্যার দেহের সংগে যুক্ত হয়। কেননা তার দেহ খ্রীষ্টের দেহের অংশ (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৫-১৭)। একইভাবে বলা যায়, স্বামী বা স্ত্রী যদি অন্যের দেহের সাথে যুক্ত হয়, তবে সে তার অংশীদারের দেহকে নিয়ে অন্যের দেহের সাথে যুক্ত করে। কেননা স্ত্রীর দেহ স্বামীর ও স্বামীর দেহ স্ত্রীর—তারা দুজন একদেহ।

ঈশ্বর চান না যে আমরা অবিশ্বস্ত হই। অবিশ্বস্ততা মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এটি অন্যের দেহের সাথে নিজের দেহের অংশকে যুক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কারনেই বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ততা চরম দুর্ভোগ বয়ে আনে।

৩। ঈশ্বর যা এক সংগে যোগ করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক। যীশু বলেছেন, একজন নারী ও পুরুষ যখন থেকে বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়, তখন থেকে তারা আর দুই নয়—জীবনে শেষ পর্য্যন্ত তারা একদেহ, কেননা ঈশ্বর তাদের একসংগে যোগ করেছেন (মথি ১৯ ঃ ৬)। সুতরাং তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এ হোল মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ অর্থাৎ মহাপাপ।

যদিও পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই যে, মোশি ত্যাগ-পত্র দিয়ে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে যীশু যা বলেছিলেন তা আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা—যীশু বলেন, "আপনাদের মন কঠিন বলেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে মোশি আপনাদের অনুমতি দিয়েছিলেন-কিন্তু প্রথম থেকে এরকম ছিল না" (মথি ১৯ ঃ ৮)। তাই সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বর যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তা কখনই বাতিল হতে পারেনা।

৪। একে অন্যকে ভালবাসতে হবে। এ যুগে এ ধারনাই মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে, নারী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে যে ভালাবাসা, সেই ভালবাসার কারণেই তারা বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হয়। আর এই আকর্ষণকেই তারা ভালবাসা বলে মনে করে। সুতরাং এই আকর্ষণ যখন তাদের মধ্যে আর থাকেনা তখন তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চায়। অপরপক্ষে বাইবেলের নির্দেশ, স্বামী-স্ত্রী যেন পরস্পরকে ভালবাসে (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫, তীত ২ ঃ ৪)। যদি কোন স্বামী-স্ত্রী মনে করে যে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া দরকার কেননা তারা আর পরস্পরকে ভালবাসেনা, তবে তখন থেকেই তাদের কর্তব্য হবে একে অন্যকে ভালবাসতে শুরু করা, কারণ এটাই আমাদের জন্য প্রভুর নির্দেশ।

স্বামী-স্ত্রী ভালবাসা সম্পর্কে বাইবেলে কি বলা হয়েছে-আসুন আমরা তা আলোচনা করি। এখানে যে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে, তা কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক আকর্ষণ নয়। এধরনের ভালবাসা আত্মতৃপ্তি মূলক। অন্যদিকে বাইবেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালবাসাকে এমন এক আত্ম অস্বীকার মূলক ভালবাসা বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে নিজে নিঃস্ব হয়ে অপরকে সুখী করবার ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে। সহজভাবে বলতে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর সব সময়ে ভাবতে হবে, কে কাকে কত বেশী দিতে পারে বা সুখী করতে পারে। ভালবাসার বিষয়ে প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ৪-৭ পদে আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছেন। কেবল মাত্র এই প্রকার ভালবাসাই আমাদের বিবাহিত জীবনকে সংসারের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা করে জীবনের আসল লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

৫। একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকা। খ্রীষ্টিয় বিবাহের অপরিহার্য দিকটি হোল একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকা। এর অর্থ, পরস্পরের কাছে নিবেদিত থাকা এবং ঈশ্বরকেও জীবনের সাথী হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। পরস্পরের প্রতি নিবেদিত থাকার অর্থ হোল, এমন একটি পথ বা উপায় খুঁজে বের করে নেওয়া, যার মধ্য দিয়ে বিবাহিত জীবনে উদ্‌ভূত সমস্যাদি আমরা বুঝতে পারি ও সেইমত সমাধানও করতে পারি। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত না হলে, ও এটাই তাদের বিবাহিত জীবনের ভিত্তি না হলে, তাদের মধ্যে কখনই সমঝোতা ও

স্থায়ীত্ব আসতে পারে না। যারা তাঁর নিজের, তাদের জন্য যীশু যেভাবে আত্ম নিবেদন করেছিলেন, তা এই বিষয়ের জন্য একটি চমৎকার উদহরণ (যোহন ১৩ ঃ ১)।

৬। একে অন্যকে সম্মান করতে হবে। যদিও অনেকে মনে করে যে, তার স্বামী বা তার স্ত্রী সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তবুও একজন আর একজনকে সম্মান করতে হবে (ইফিষীয় ৫ ঃ ৩৩, ১ পিতর ৩ ঃ ৭)। স্বামীর আয় কম, বা স্ত্রী অল্প শিক্ষিতা বা সুন্দরী নয়, তবুও পরস্পরকে সম্মান করতে হবে, কেননা তারা দুই নয়, প্রভুতে তারা এখন একদেহে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একজন আর একজনকে অসম্মান করা মানে নিজেকেই নিজে অসম্মান করা। ঈশ্বরই স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করেছেন, তাই স্ত্রীর উচিৎ স্বামীকে সম্মান করা। আবার স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে সম্মান করা কেননা স্ত্রী তার কাছে ঈশ্বরের দান ও তার উপযুক্ত সহকারিণী (আদি ২ ঃ ২৩) এবং তার সংগেই সে ঈশ্বরের দেওয়া জীবন লাভ করবে (১ পিতর ৩ ঃ ৭)।

৪। বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয় বাইবেলের শিক্ষার সাথে নীচের যে উক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) স্বামী-স্ত্রী যারা একে অন্যকে ভালবাসেনা তাদের উচিত বিবাহ-বিচ্ছেদ করা।

খ) স্বামী-স্ত্রী যারা একে অন্যকে ভালবাসেনা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করা। উচিত না।

খ) স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের দৈহিক চাহিদা মেটাতে অস্বীকার করা উচিত না।

গ) তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঠিক নয়, কারণ এতে প্রধাণতঃ সন্তানদের জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

স্ত্রীর কর্তব্য ঃ

বাইবেলে খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীদের বিশেষ দুটো কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে।

১। স্বামীর অধীনতা-মেনে নিতে হবে। আগের দিনে স্ত্রী ছিল স্বামীর দাসী, কিন্তু ইস্রায়েলদের সময় সময় থেকে স্ত্রীদের মর্যাদা অনেক

বেড়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। খ্রীষ্টে "স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই" (গালাতীয় ৩ ঃ ২৮)। কিন্তু বিবাহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইফিষীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদে আমরা দেখতে পাই স্বামীকে যেমন সংসার পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীকেও তেমনি স্বামীর কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনে থাকবার কথা বলা হয়েছে। মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অধীনে আছে, স্ত্রীরও একইভাবে স্বামীর অধীনে থাকা উচিত। (ইফিষীয় ৫ ঃ ২২, ২৪, কলসীয় ৩ ঃ ১৮, তীত ২ ঃ ৫ ; ১ পিতর ৫ ঃ ১, ৫)।

স্বামীর অধীনতা মেনে নেওয়া বলতে কি বোঝায়, তা অনেক স্ত্রীদের পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন। তারা মনে করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী সমান। কিন্তু বাস্তবে তা কখনই সম্ভব নয়, যেহেতু বিভিন্ন দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক তফাৎ। এটি সত্য যে ঈশ্বরের সামনে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান আত্মিক অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু একথাও সমান ভাবে সত্য যে, যে লোকদের মধ্যে সমান অধিকার রয়েছে তারাও কারও অধীনে থাকবার জন্য কোন একজনের নেতৃত্ব স্বাধীন ভাবে মেনে নেয়। সুতরাং বিবাহে স্ত্রী স্বাধীন ভাবেই একটি পরিবারের অংশ হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়, এবং এভাবে সে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবারের কর্তার অধীনতা স্বীকার করে। ঈশ্বর চান না যে স্বামী স্ত্রী এ নিয়ে প্রতিযোগীতা করে, বরং তিনি চান যেন তারা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে থাকে বা কাজ করে (১ করিন্থীয় ১১ ঃ ১১-১২)। এভাবে পরিবারে থাকবে সমঝোতা ও শান্তি—আর ঈশ্বরের সৃষ্টি ও পরিকল্পনা হবে সার্থক।

২। ভাল গৃহিনী হতে হবে। নিজের ঘর-সংসারের প্রতি যত্ন নেওয়া স্ত্রীর আর একটি কর্তব্য (তীত ২ ঃ ৫)। এ ব্যবস্থা ঈশ্বরই দিয়েছেন। হিতোপদেশ ৩১ ঃ ১০-৩১ পদে গুণবতী স্ত্রীর কি চমৎকার প্রশংসা করা হয়েছে।

৫। কোন মহিলা যদি নিজেকে এই প্রশ্নটি করে, "গালাতীয় ৩ : ২৮ পদে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তাহলে কেন আমি আমার স্বামীর অধীনে থাকবো?" তাকে যে উত্তর দিবেন তা আপনার নোট বই'এ লিখুন ও এই সম্পর্কে ব্যবহারোপযোগী কিছু শাস্ত্রীয় পদও উল্লেখ করবেন।

স্বামীর কর্তব্য :

স্বামীর উপর ঈশ্বর এক প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন : তোমরাও প্রত্যেক স্ত্রীকে ভালবাসো (ইফিষীয় ৫ : ২৫ ; কলসীয় ৩ : ১৯)। এটি কি ধরনের ভালবাসা? আসুন বাইবেলের আলোকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা কেমন হতে হবে, তা বুঝবার চেষ্টা করি।

১। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে নিস্বার্থ বা আত্মদান মূলক ভালবাসা। স্ত্রীর জন্য জীবন দিতেও স্বামীকে প্রস্তুত থাকতে হবে, যেমন মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট নিজেকে দান করেছিলেন। কি অভূতপূর্ব ভালবাসার উদাহরণ খ্রীষ্ট (ইফিষীয় ৫ : ২৫)। কি নির্ভীক ভালবাসার চরম প্রকাশ!

২। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে নিজেকে ভালবাসার মত। হয়ত আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন, বা মনে করছেন, এবুঝি উপরের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইবেলে এ কথা বলা হয়েছে, "যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে" (ইফিষীয় ৫ : ২৮)। এই ভালবাসা প্রতিবেশীকে ভালবাসার মত নয়। স্বামী যেভাবে তার নিজের দেহকে ভালবাসে ও যত্ন নেয় ঠিক সেইভাবে নিজের স্ত্রীকেও তার ভালবাসা উচিত, কেননা তারা দুইজন এখন একদেহ হয়েছে (ইফিষীয় ৫ : ২৯)। খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর প্রয়োজনেয় বিষয়ে ভাবেন, স্বামীরও তেমনিভাবে স্ত্রীর প্রয়োজনের বিষয় ভাবতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে ও তার সার্বিক মংগলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

৩। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে মধুর ভালবাসা। স্ত্রীর সাথে স্বামী কখনও কঠোর ব্যবহার করবে না (কলসীয় ৩ : ১৯)

বরং মৃদু ও নম্র ব্যবহার করতে হবে, কেননা স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর দুর্বল সাথী (১ পিতর ৩ : ৭)। স্বামী তার স্ত্রীকে প্রেম ও স্নেহের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করবে।

যে স্বামী তার স্ত্রীকে এমনিভাবে ভালবাসে সেই স্ত্রী খুব সহজেই স্বামীর অধীনতা মেনে নেবে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, যে স্বামী স্ত্রীকে এমনিভাবে ভালবাসে, স্বামীর অধীনতা মেনে না নেবার কোন কারণই তার থাকতে পারে না।

৬। নীচের যে উক্তিগুলো সত্য সেগুলোর ডানপাশে 'সত্য' ও যেগুলো মিথ্যা সেগুলোর পাশে 'মিথ্যা' লিখুন। আপনার মন্তব্যের পক্ষে বাইবেল থেকে কমপক্ষে একটি করে পদ উল্লেখ করে দেখান।

ক) যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেননা তারা আর দুজন নয়, তারা এক। ....

খ) স্বামীর প্রধান দায়িত্ব হোল স্ত্রীকে বলে দেওয়া যে, তাকে কি কি করতে হবে। ....

গ) যেহেতু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা হবে আত্মদান মূলক সুতরাং এটি নিজেকে ভালবাসার মত হতে পারে না। ....

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি যে, স্ত্রীর দায়িত্ব তার স্বামীর অধীনতা মেনে নেওয়া ও স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীকে নিজের মত ভালবাসা। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হোল, স্বামী ও স্ত্রী যে যার দায়িত্ব পালন করে যাবে ; এরা কেউ কাউকে এব্যাপারে জোর করতে পারে না। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে স্বামীর অধীনতা মেনে নিতে স্বামী কখনই স্ত্রীকে জোর করতে পারেনা এবং তা কখন সম্ভব নয়। একইভাবে স্ত্রীও তাকে ভাল বাসতে তার স্বামীকে জোর করতে পারেনা। স্বামী বা স্ত্রী যে যার দায়িত্ব সে নিজে পালন করুক ও অন্যের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিক। অন্যথায় স্ত্রী হয়ত গোঁ'ধরে বসতে পারে, স্বামী যে পর্য্যন্ত তাকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসা না দেখাবে, সে পর্য্যন্ত সে স্বামীর অধীনতা মেনে নেবেনা। আবার স্বামীও একইরকম

গোঁ ধরতে পারে। শেষ পর্যন্ত "কে আগে" তার দায়িত্ব পালন করবে, তাই নিয়েই সংসারে বিরাট অশান্তি লেগে থাকবে ও তাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যহত হবে।

ছেলে-মেয়েদের কর্তব্য ঃ

ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে মা-বাবার বাধ্য থাকা, ছেলে-মেয়েদের প্রধান কর্তব্য (ইফিষীয় ৬ ঃ ১-৩ ; কলসীয় ৩ ঃ ২০)। ঈশ্বরই মা-বাবাকে পরিবার পরিচালনার জন্য কর্তৃত্ব দিয়েছেন। মা-বাবা ঈশ্বরের পক্ষে পরিবার পরিচালনা করেন। ছেলে-মেয়েরা কেন মা-বাবার বাধ্য থাকবে এ সম্পর্কে বাইবেল থেকে চারটি কারণ দেখান হোল ঃ—

১। যেহেতু বাধ্যতা তাদের জন্য একটি খ্রীষ্টিয় কর্তব্য।
২। যেহেতু বাধ্যতা আমাদের প্রয়োজন।
৩। যেহেতু বাধ্যতা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে।
৪। যেহেতু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, যারা মা-বাবাকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাদের মংগল করেন ও তারা দীর্ঘায়ু হয়।

বাধ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্বর্গীয় পিতার বাধ্য ছিলেন (ফিলি-পীয় ২ ঃ ৮) আবার একই সাথে এই জগতের মা-বাবারও তিনি বাধ্য ছিলেন (লূক ২ ঃ ৫১)।

মা-বাবার কর্তব্য ঃ

ঈশ্বর মা-বাবাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের সন্তানদের ভালবাসেন এবং প্রভুর শাসন ও শিক্ষায় তাদের মানুষ করে তোলেন (ইফিষীয় ৬ ঃ ৪ ; তীত ২ ঃ ৪)।

১। সন্তানদের সুশিক্ষা দিন। কিভাবে ছেলে-মেয়েরা জীবন-যাপন করবে, সেই বিষয়ে মা-বাবা অবশ্যই তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবে (হিতোপদেশ ২২ ঃ ৬)। সেই শিক্ষা হবে এইরূপ ঃ—

ক) সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য শেখাতে হবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ ঃ ৭)। এ হোল সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ।

খ) সন্তানদের বাধ্যতা শেখাতে হবে (আদি পুস্তক ১৮ ঃ ১৯)। ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চললে, বড় হয়ে তারা দেশের আইন-কানুনেরও বাধ্য থাকবে। এমনকি তারা ঈশ্বরের বাধ্য থাকবে।

গ) সন্তানদের কাজ করতে শেখাতে হবে। অলসভাবে বসিয়ে না রেখে ছোট বেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের দিয়ে অবসর সময়ে কাজ করাতে হবে। তাতে তাদের একঘেঁয়েমী জীবনের ক্লান্তি দূর হবে—দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশ্‌বার সময় ও সুযোগ পাবে না।

ঘ) সন্তানদের কিছু কিছু দায়িত্ব দিতে হবে। এর দ্বারা তারা ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে দায়িত্বশীল লোক হয়ে উঠবে।

ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষার প্রভাব তাদের জীবনে পড়লে বড় হয়ে তরো নিজেদের জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারবে। ছেলে-মেয়েদের কতগুলো নিয়ম- কানুনের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করে মা-বাবা তাদের শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, মা-বাবা এমন কোন নিয়ম তাদের না দেয়, যা নিজেরাই পালন করতে পারে না (রোমীয় ২ ঃ ২১-২২)। ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার ব্যাক্তিগত জীবন থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। মা-বাবার জীবনে যদি নিয়ম-শৃংখলা না থাকে—আর সেগুলো সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সন্তানদের মন তেতো হয়ে উঠবে এবং তারা উৎসাহহীন হয়ে পড়বে (কলসীয় ৩ ঃ ২১)।

২। সন্তানদের শাসন করতে হবে। যে সব ছেলে-মেয়েরা মা বাবার বাধ্য থাকেনা অর্থাৎ তাদের নির্দেশ মত চলেনা, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার (হিতোপদেশ ১৯ ঃ ১৮ ; ২৯ ঃ ১৭)। যারা সন্তানদের শাসন করে বস্তুতঃ তারাই সন্তানদের ভালবাসে (হিতোপদেশ ১৩ ঃ ২৪)। অপর পক্ষে, যারা সন্তানদের শাসন করেনা, তারা তাদের সন্তানদের ভালবাসে না।

অবাধ্য সন্তানদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অনুমতি বাইবেলে দেওয়া হয়েছে (হিতোপদেশ ২৩ ঃ ১৩-১৪)। কিন্তু মা-বাবার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, শাস্তি যেন অত্যাধিক না হয়। অত্যাধিক শাস্তি তাদের মনে ক্রোধ, তিক্ততা ও পরিশেষে পিতা-মাতার প্রতি ঘৃণা নিয়ে আসবে। (ইফিষীয় ৬ ঃ ৪)। শাসন হোল প্রেমের সংগে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করা। যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কেলন মাত্র তখনই শারীরিক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি তাদের অবাধ্যতাগুলি অবহেলা করে যেতে থাকেন ও কেবলমাত্র তখনই শাস্তি দেন যখন আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তখন আপনি শাসন না করে বরং রাগ মিটাচ্ছেন মাত্র। এতে তারা কখনোই সংশোধিত হতে পারবে না। তারা যখন অবাধ্য হবে কেবল তখনই তাদের শাস্তি দিন। এর ফলে অবাধ্যতা একটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারবে না।

৭। যারা সন্তানদের শাসন করে ও সংশোধন করে তারাই সন্তান-দের সত্যিকারভাবে ভালবাসে—আপনি কেন একথা সামর্থন করেন ?

....

....

ছেলে-মেয়েদের শাসন করার সময় তারা যেন বুঝতে পারে যে তাদের শাসন করবার অধিকার মা-বাবার আছে ও তারা উভয়ে একমত হয়ে শাসন করছে। আবার বাবা যখন সন্তানদের শাসন করে, তখন সন্তানদের ভুল-ত্রুটি চেপে যাওয়া বা তাদের প্রশ্রয় দেওয়া মায়ের উচিত না। এভাবে তাদের ভুল ত্রুটি চেপে গেলে তাদের আস্পর্ধা দিন দিন বেড়েই যাবে ও তারা আরও উশৃংখল হয়ে উঠবে। তারা বেশ বুঝতে পারবে যে 'মায়ের কাছে সাত খুন মাফ'। ফলতঃ তারা তাদের বাবার

শাসন মেনে চলবে না। সংসারে বাবার কর্তৃত্ব হয়ে পড়বে অকার্যকর। তাছাড়াও সন্তানদের বোঝাতে হবে যে কে বা কারা তাদের পরিচালক। তা না হলে, কাকে তারা মেনে চলবে ? তাদের জীবন হবে নদীতে ভাসমান কচুরীপানার মত। তাদের জীবন সুষ্ঠ পথে প্রবাহিত হবেনা। খ্রীষ্টিয় পরিপূর্ণতাও তাদের জীবনে আসবেনা। আসল কথা হোল, মা হোক আর বাবাই হোক, যিনি সন্তানদের অবাধ্যতা বা উশৃংখলতা দেখবেন, সাথে সাথে তিনি তাদের শাসন করবেন, যেন তাদের সংশোধন হয়। এভাবে তাদের ভয় দেখানো ঠিক হবেনা, যেমন— "ঠিক আছে—তোমার বাবা আসলে পর সব তাকে বলে দেবো, তখন দেখো কেমন হয়। "বরং যখন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ্যতা বা উশৃংখলতা দেখা যায়, তখনই তাদের শাসন করতে হবে ও সংশোধন করতে হবে।

ছেলে-মেয়েদের শাসন করার সময় তাদের বোঝাতে হবে, কেন তাদের শাসন করা হচ্ছে—এবং আরও বলে দিতে হবে ভবিষ্যতে যেন তারা এরকম না করে বা এভাবে না চলে। ছেলে-মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার পর তাদের প্রতি ভালবাসা ও ক্ষমা দেখাতে হবে। তাদের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বোঝাতে হবে। ছেলে-মেয়েরা যেন কখনও না ভাবে যে সংশোধন হবার পরও মা-বাবা তাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে না। ভাই ও বোনেরা—একবার ভেবে দেখুন, মানুষ পাপে পতিত হবার পরও কি স্বর্গস্থ পিতা মানুষকে প্রেম প্রদর্শন করেন নি ? (নহিমিয় ৯ ঃ ১৭, মীখা ৭ ঃ ১৮, লূক ৭ ঃ ৩৬-৫০)।

সন্তানদের সাথে মা-বাবার সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে। তাদের কাছে গিয়ে, বা কাছে ডেকে এনে, তাদের কি দরকার, তারা কি বলতে চায়, মনযোগ দিয়ে তা শুনতে হবে। এমনকি ছেলে-মেয়েদের কারো বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাও শুনুন। তাহলে কাউকে ঠিকমত শাসন ও সংশোধন করতে মা-বাবার জন্য বরং সুবিধাই হবে। সন্তানেরা কি বলতে চায়, মা-বাবাকে তা শুনতে হবে। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোন কোন বিষয় তাদের চিন্তা বা মত মা-বাবার চেয়েও অনেক ভাল।

৩। সন্তানদের ভালবাসতে হবে। প্রেরিত পৌল বলেছেন, আমরা যেন আমাদের সন্তানদের ভালবাসি (তীত ২ ঃ ৪)। এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি যে, সন্তানদের শাসন করা তাদের প্রতি ভালবাসার একটি দিক। শাসন করাই যে কেবল ভালবাসা তা নয়। খুব কঠোর-ভাবে শাসন করলেই যে ছেলে-মেয়েরা ভাল হবে এ কথাও ঠিক নয়। যে হাত দিয়ে আপনি ছেলে-মেয়েদের শাসন করেছেন সেই হাত দিয়েই ওদের আদর ও সোহাগ করুন।

মাঝে মাঝে দেখা যায়—কাজের চাপের জন্য মা-বাবা ছেলে-মেয়ে-দের দিকে খেয়াল দেবার, তাদের যত্ন নেবার বা তাদের কথা শোনার সময় পায়না, তাই মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষন করাবার জন্য ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার সামনে অবাধ্যতা দেখায়। এ বিষয় মা-বাবার সচেতন থাকা দরকার ও তাদের চাওয়া-পাওয়া যথাসাধ্য মেটানো দর-কার। তাদের যত্ন নেওয়া উচিত ও তাদের আদর করা উচিত। অর্থাৎ শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের জন্য কিছুটা সময় মা-বাবার করে নিতে হবে। তা না করলে এমন এক সময় আসবে, যখন মা-বাবা দেখবে, তাদের সন্তানদের উপর তাদের কোন প্রভাবই নেই বা মা-বাবার উপর ছেলে-মেয়েদেরও কোন টান নেই। তারা যেমন খুশী তেমন চলছে; তারা হয়ে উঠেছে অপরাধ প্রবণ।

প্রভুর কার্যকারীরা অনেক সময় উপরোক্ত ভুল করে থাকেন। অন্যদের উদ্ধারের জন্য তারা রাত দিন খাটেন অথচ নিজের পরিবারের লোকদের বা সন্তান সন্ততিদের হারাণ। এঁরা অন্যদের ভাল করবার জন্য সদা প্রস্তুত কিন্তু নিজের পরিবারের দিকে কোন খেয়াল নেই। তাদের প্রতিপালন করার দায়িত্ব কার? এক ভদ্রলোক একবার একজন খারাপ লোকের সম্পর্কে আলাপ প্রসংগে বালছিলেন, "এ আর এমন কি খারাপ কাজ করছে, আমাদের পালকের ছেলে এর চেয়েও কয়েক ধাপ উপরে"। আপনি কি প্রভুর একজন কার্যকারী? তাহলে আপনার পরিবারে এরূপ ঘটতে আপনি দিতে পারেন না। যে পালক নিজের পরিবারকে প্রভুর পথে প্রতিপালন করতে পারেনা, সে কেমন করে অন্যদের প্রতিপালন করবে?

৮। আপনার কি সন্তান সন্ততি আছে? এই পাঠের আলোচনার আলোকে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখুন, আপনি আপনার সন্তানদের প্রতি কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচে একটি তালিকা দেওয়া হোল - বাদিকে মা-বাবার দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, আর ডান দিকে উপরে আপনারা সেগুলো কতটুকু পালন করছেন, তা বলা হয়েছে। যে দায়িত্ব আপনি করছেন বা করতে পারতেন বা করতে চান তা টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

মা-বাবার দায়িত্ব ঃ	এটি আমরা ঠিকমত পালন করছি।	এটি আমরা আর একটু ভালভাবে করতে পারতাম।	আজ থেকেই এটি আমাদের করা দরকার।
সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য শেখানো।			
সন্তানদের বাধ্যতা শেখানো।			
সন্তানদের কাজ করতে শেখানো।			
সন্তানদের কিছু কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে শেখানো।			
সন্তানদের শাসন করা ও তাদের সংশোধীত হতে শেখানো।			
সন্তানদের শাসনের ব্যাপারে মা-বাবার চিন্তা ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ এক, তা তাদের বুঝতে শেখানো।			
সন্তানদের কাছে মা-বাবাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে।			
সন্তানদের জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে মা-বাবা তাদের কত ভালবাসেন।			

পরিবারে ধনাধ্যক্ষের ভূমিকা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ খ্রীষ্টিয় পরিবারের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে যারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমত পালন করছে, এমন কয়েকটি উদাহরণ বেছে নিতে পারা।

ঈশ্বর চান, প্রতিটি পরিবারই যেন পাপ থেকে উদ্ধার পায় (প্রেরিত ১১ ঃ ১৪ ; ১৬ ঃ ৩১-৩৩)। পরিবারের সদস্যরা পরিত্রাণ পেলে পর যাতে তারা প্রভুর সেবা করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ধনাধ্যক্ষের কর্তব্য।

আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, খ্রীষ্টিয় পরিবারে ধনাধ্যক্ষ একই সাথে দুটো ভূমিকা পালন করে থাকে ঃ সে স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ ও সন্তানদের পিতা। পরিবার উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করা ধনাধ্যক্ষের (বিশেষ ভাবে খ্রীষ্টিয় পরিচালকের) প্রধান দায়িত্ব (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৪, ১২)। এই দায়িত্বের প্রধানতঃ তিনটি দিক আছে— আসুন, সেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করবার জন্য ধনাধ্যক্ষ ঈশ্বরের কাছে দায়ী। অধিকাংশ পরিবার ভেংগে যাবার মূলে রয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার অভাব।

২। সন্তানদের মন্দ আচরনের জন্য ধনাধ্যক্ষ দায়ী। হান্নার মত তার বুঝা উচিত যে ঈশ্বরই তাকে ছেলে-মেয়ে দিয়েছেন, তাই সন্তানদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা তার কর্তব্য। তারা যেন তাঁর উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠে এটাও তার দেখা উচিত (১ শমূয়েল ১ ঃ ২৭-২৮)। ঈশ্বর চান, তাঁর সন্তানেরা হবে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, বাধ্য ও ভদ্র (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৪ ; তীত ১ ঃ ৬)। এলির সন্তানেরা মন্দ কাজ করত, তা জানা সত্বেও এলি তাদের সংশোধন করেনি, তাই ঈশ্বর এলি ও তার বংশকে শাস্তি দিয়েছিলেন (১ শমূয়েল ২ ঃ ২২-৩৬ ; ৩ ঃ ১১-১৪)।

দায়ূদের ঘটনা ছিল খুবই নাটকীয়। দায়ূদ ছিলেন ন্যায়বান রাজা। রাজ্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ, কিন্তু নিজের পরিবার ঠিকমত তিনি পরিচালনা করতে পারেন নি।

৩। **পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করা ও দেখাশুনা করবার জন্য ধনাধ্যক্ষ দায়ী।** ঈশ্বর আমাদের পিতা। তিনি সব সময় আমাদের ভাল করেন। পরিবারের সবার জন্য প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণ দেওয়া ধনাধ্যক্ষের একটি অবশ্য করণীয় (মথি ২৪ ঃ ৪৫)। কেননা নিজের পরিবারের যে দেখাশুনা করেনা, সে বিশ্বাস অস্বীকার করে ও অবিশ্বাসীর চেয়েও খারাপ হয় (১ তীমথিয় ৫ ঃ ৮)।

৯। নীচের যে উক্তিগুলোর মধ্যে, যারা পরিবারে ধনাধ্যক্ষ হিসাবে তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে, সেই উক্তিগুলো টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর ফেলে হারাধন বাবু অধিকাংশ সময়ই বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটান।

খ) মোহন বাবু খুব পরিশ্রম করে যথেষ্ট টাকা আয় করেন, এতে তার পরিবারের সবাই বেশ সচ্ছন্দে চলে।

গ) সবিতা ভাবে তার বিবাহিত জীবন তত সুখের নয়। তার স্বামী সুরঞ্জন বাবু অবশ্য স্ত্রীর মন বুঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, যাতে তাদের বিবাহিত জীবনের সব সমস্যা দূর করতে পারেন।

১০। উপরে ৯ নম্বর প্রশ্নে ধনাধ্যক্ষের দায়িত্বগুলির মধ্যে সুরঞ্জন বাবু যে ভূমিকাটি পালন করছেন, নীচের নীতিগুলির কোন্‌টিতে সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করছেন।

খ) সন্তানদের আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখছেন।

গ) পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করছেন।

খ্রীষ্টিয়ানের ঘর ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ এই পাঠের নির্দেশগুলো অনুসরণ করে নিজের ঘর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করবার কতগুলি নির্দিষ্ট উপায় বের করতে পারা।

প্রভুর বাসস্থান ঃ

অনেকের ঘরে এ লেখাটি দেখা যায় ঃ "খ্রীষ্টই এ পরিবারের কর্তা, প্রতি বেলার অদৃশ্য অতিথী ও সমস্ত কথাবার্তার নিরব শ্রোতা।" কত সুন্দর কথা। আর এই কথাগুলোই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, খ্রীষ্ট সব সময়ই আমাদের ঘরে উপস্থিত আছেন। তাহলে সব কিছু আমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হবে, ছেলে-মেয়েদের মা-বাবার বাধ্য থাকতে হবে এবং আমাদের সমস্ত আলাপ আলোচনা বা কথাবার্তা হবে মার্জিত ও পবিত্র।

যীশু যখন সক্কেয়কে বললেন যে, তিনি তার বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন, তখন সক্কেয় আনন্দে আটখানা হয়ে পড়েছিল। তার বাড়ীতে যীশুকে নিয়ে যাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এলো (লূক ১৯ ঃ ৫-৬)। সক্কেয়র বাড়ীতে যীশু গিয়েছিলেন, এতেই সক্কেয় এত আনন্দিত হয়েছিল। আর খ্রীষ্ট সব সময়ই আমাদের ঘরে থাকেন, কাজেই আমাদের আরও কত বেশী আনন্দিত হওয়া উচিত! আমাদের ঘর হবে শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ। খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই বিশ্বাস অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানদেরই নেই। তাদের ধারণা খ্রীষ্ট কেবল গীর্জা-ঘরেই থাকেন, যেখানে তারা তাঁর উপাসনা করে। তাদের ছেলে-মেয়েরা হয়ত ভাবতে পারে, মা-বাবা গির্জায় গিয়ে এত নম্র ও ভদ্র হয় কিন্তুঘরে আসলেই অন্য রকম—কি ব্যাপার?

খ্রীষ্টকে আমাদের ঘরে রাখবার সবচেয়ে সুন্দর পথ হোল পারিবারিক প্রার্থনা। মা-বাবা ও ছেলে-মেয়েরা একসাথে বসে বাইবেল পড়া, ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করা ও একসাথে তাঁর উপাসনা করা হোল পারিবারিক প্রার্থনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল ও ভালবাসা রক্ষা করতে এবং ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা ও প্রভুর বাধ্য হয়ে থাকতে পারিবারিক প্রার্থনা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

১১। পারিবারিক প্রার্থনায় পরিবারের সবাই কি করে ?

....

....

অতিথিদের থাকবার জায়গা ঃ

বাইবেল থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই, অতিথিদের যেন আমরা আদর যত্ন করি। তাতে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন। অনেক সময় অনেকে না জেনে স্বর্গ দূতদের আতিথ্য করেছেন বা আদর যত্ন করেছেন (ইব্রীয় ১৩ ঃ ২)।

খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হওয়ার পর মথি, যীশু ও শিষ্যদের সাথে তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এক ভোজ দিয়েছিলেন—সেই ভোজে মথি খ্রীষ্টের পক্ষে বস্তুতঃ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মথি তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, যেন তারা খ্রীষ্টকে দেখতে পারে ও চিনতে পারে। আমরাও এই রকম করতে পারি। অবিশ্বাসী বন্ধুদের আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ করে এনে তাদের যীশুর গল্প বলতে পারি। নূতন বিশ্বাসীদের ডেকে এনে বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠতে তাদের উৎসাহ দিতে পারি। পাড়ার যুবক-যুবতীদের বাসায় এনে বিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি এবং পরিশেষে একসাথে প্রভুর প্রশংসা করতে পারি—তাতে আমাদের সকলের মধ্যে এক নূতন সহভাগীতা সৃষ্টি হবে। একমাত্র মেয়ে মারা যাওয়ায় একবার এক বিধবা বৃদ্ধা শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন পর তিনি পাশের একটি মেয়েকে তার বাসায় রবিবার দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। মেয়েটিও বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকত ও বাড়ীর জন্য তার খুবই কষ্ট হোত। দুজনে মিলে ঐ রবিবারটা বেশ কেটেছিল। এরপর থেকে প্রায় রবিবারই ঐ মেয়েটি বৃদ্ধার বাসায় বেড়াতে আসত। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল ও এভাবে একদিন মেয়েটি খ্রীষ্টকে তার ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করল।

ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ হিসাবে অতিথি সেবা করবার যথেষ্ট সুযোগ আমরা পেয়ে থাকি। কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে আমরা পালকদের, প্রচারকদের ও প্রভুর অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সেবা-যত্ন

করতে পারি। এ আমাদের একটি দায়িত্ব (১ পিতর ৪ : ৯, রোমীয় ১২ : ১৩)। সর্বোপরি বলা যায়, প্রভুর কার্যকারীদের অতিথি সেবার স্বভাব থাকতে হবে (১ তীমথিয় ৩ : ২, তীত ১ : ৮)। শূনেম দেশের যে মহিলা ভাববাদী ইলীশায়ের থাকবার জন্য ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন, তা আমাদের কাছে অতিথি সেবার এক উজ্জ্বল উদাহরণ (২ রাজাবলি ৪ : ৮-১১)। নূতন নিয়মে—থুয়াতীরা শহরের লুদিয়া স্ত্রীলোকটি অতিথি পরায়ণতার জন্য আমাদের কাছে আর একটি বাস্তব উদাহরণ (প্রেরিত ১৬ : ১৪-১৫)। প্রেরিত পৌল ও তাঁর সংগীদের তার বাড়ীতে থাকতে দিয়ে সে অতিথি সেবার এক চমৎকার মনোভাব দেখিয়েছে।

প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য :

প্রতিবেশী ও অন্যদের কাছে খ্রীষ্টিয়ানদের পরিবার হবে আদর্শ-স্বরূপ। তাদের পরিবারের জন্য খ্রীষ্ট কি করেছেন, বাইরের লোকদের কাছে তারা তার সাক্ষ্য দেবে। আমাদের খ্রীষ্টিয় চরিত্র প্রতিবেশীদের কাছে আলোর মত জ্বল্‌তে থাকবে (মথি ৫ : ১৬)।

প্রেরিতদের সময়ে বিশ্বাসীদের বাড়ী ছিল সমস্ত কর্ম কাণ্ডের উৎস, তারা বাড়ীতে বাড়ীতে পরস্পর পরস্পরের সংগে মিলিত হত ও আনন্দের সংগে ও সরল মনে খাওয়া দাওয়া করত (প্রেরিত ২ : ৪৬)। তারা অনেকে একসংগে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করত (প্রেরিত ১২ : ১২), এমনকি তাদের আরাধনা বা উপাসনাও বাড়ীতে বাড়ীতেই হোত (রোমীয় ১৬ : ৫, ২৩ ; ১ করিন্থীয় ১৬ : ১৯ ; কলসীয় ৪ : ১৫)। তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মণ্ডলীর কাজ বিশ্বাসীদের বাড়ীতেই প্রথম শুরু

হয়। আমাদের আজকের খ্রীষ্টিয় পরিবার হবে অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপের মত। সুসমাচারের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে বিজাতীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে (ফিলিপীয় ২ ঃ ১৫-১৬)। আজকের দিনেও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের বাড়ী থেকে অনেক মণ্ডলী শুরু হতে দেখা যায়। প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে আমরা প্রার্থনা সভা ও প্রচার কাজ করতে পারি ও মাঝে মাঝে সাণ্ডে স্কুল চালাতে পারি। আমাদের হয়ত এমন অনেক অবিশ্বাসী বন্ধু আছে, যারা যীশুর বিষয়ে জানতে আগ্রহী কিন্তু গির্জাবাড়ীতে যেতে লজ্জা পায়, তাদের আমরা আমাদের বাড়ীতে প্রার্থনা সভা বা প্রচার কাজের সময় নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে যীশুর বিষয় জানাতে পারি।

১২। এই পাঠে খ্রীষ্টিয়ানদের পরিবারের বিষয় আলোচনা প্রসংগে যে তিনটি বিশেষ দিক আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো আপনার নোট বই'এ লিখুন ঃ ১) প্রভুর বাসস্থান, ২) অতিথিদের থাকবার জায়গা ও ৩) প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য। নোট বই'এ এর প্রতিটি দিক আলোচনা করার জন্য কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখুন। ফাঁকা জায়গায় এমন কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয় লিখুন, যেগুলো আপনার ঘরে বাস্তবায়িত করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ ঃ ২) অতিথিদের থাকবার জায়গা —এখানে এমন কয়েকজন লোকের নাম লিখে নিন, যাদের আপনি আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে সেবা যত্ন করতে পারেন।

পরীক্ষা- ৮

১। সঠিক উক্তিগুলো টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) ঘর-সংসারে স্ত্রীর কাজের বিষয় বাইবেলে কিছু বলা হয়নি।

খ) ঈশ্বর পরিবার গঠনের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন, সেই অনুসারে পরিবারের পরিচালক স্বামীকে অবশ্যই তার দায়িত্ব সকল পালন করতে হবে।

গ) যেহেতু স্বামীই পরিবারের পরিচালক, সেহেতু, পরিবারের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা বুঝতে চেষ্টা করবার স্ত্রীর কোন দরকার নেই।

ঘ) খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক, খ্রীষ্টিয়ান স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সেই একই সম্পর্ক।

২। খ্রীষ্টিয় পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নাম ডানদিকে দেওয়া হয়েছে। বা দিকের উক্তি বা পদগুলোর সাথে এদের মিল দেখান।

......ক) ভালবাসে যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবেসেছিলেন।	১। বিবাহিত নারী পুরুষ
..... খ) ইফিষীয় ৬ ঃ ১-৩।	২। স্বামী
......গ) ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, তা আলাদা কোর না।	৩। স্ত্রী
	৪। ছেলে-মেয়ে
......ঘ) ঘরকন্নার যত্ন নেন।	৫। মা-বাবা
.. ...ঙ) ঈশ্বরের বাক্য শেখান।	
......চ) ১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৩-৫।	
..... ছ) ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫।	

৩। খ্রীষ্টিয় পরিবারে একজন ধনাধ্যক্ষের একই সাথে দুটো ভূমিকা বলতে বুঝায়—

ক) কার্যকারী ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করা।

খ) শিক্ষক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করা।

গ) স্বামী ও পিতার দায়িত্ব পালন করা।

৪। মনে করুন আপনি কাউকে বুঝাতে গেছেন যে, খ্রীষ্টিয় পরিবার কেন অতিথি সেবা করা উচিত। বা দিকে এবিষয়ে কতগুলি পদ দেওয়া হয়েছে এবং কিভাবে এগুলি ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে ডান দিকে লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মিল দেখান।

......ক) ২ রাজাবলি ৪ ঃ ৮-১১।	১। অতিথিসেবার উদাহরণ দিতে।
......খ) প্রেরিত ১৬ ঃ ১৪-১৫।	২। খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর জীবনে অতিথি পরায়নতা একটি বিশেষ গুণ হিসাবে দেখাতে।
......গ) রোমীয় ১২ ঃ ১৩।	
......ঘ) ১ তীমথিয় ৩ ঃ ২।	
......ঙ) তীত ১ ঃ ৮।	৩। খ্রীষ্টিয়ানদের যে অতিথিদের সেবা করতে বলা হয়েছে তা দেখাতে।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

(উত্তরগুলো ধারাবাহিক নয়)

আপনার উত্তর এধরণের হবে ঃ—

৭। যারা সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে, ও তাদের মংগল কামনা করে তারাই ছেলে-মেয়েদের শাসন করে, ও সংশোধন করে।

১। খ) পরিবার সৃষ্টি করেছেন।

৮। আপনার নিজের উত্তর। কোন দায়িত্ব যদি সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন, তাহলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাদের আরও ভাল মাতা-পিতা রূপে গড়ে তোলেন।

২। আপনার উত্তরটি এরকম হতে পারে ঃ ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩ পদে ও ইফিষীয় ৫ ঃ ২২-৬ ঃ ৪ পদে খ্রীষ্টিয় পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন হতে হবে, সেই বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর পরিবারের মধ্যে যার যার ক্ষমতা বা দায়িত্ব নিরূপণ করে দিয়েছেন। পরিবারের মধ্যে খ্রীষ্টের কর্তৃত্বই সর্বপ্রধান। স্বামী, স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ। এইভাবে যারা যারা পরিবারের কর্তৃত্ব করেন তাদের খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

৯। খ) মোহন বাবু

গ) সুরঞ্জন বাবু

৬। ক) কেবল যখন তারা প্রার্থনায় থাকে।

খ) আলাদা থাকার আগেই একমত হতে হবে।

১০। ক) পরিবারের অখণ্ডতা রক্ষা করছেন।

৪। ক) 'মিথ্যা'

খ) 'সত্য'

গ) 'মিথ্যা' (স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ সন্তানদের জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর কিন্তু এটা আসল কথা নয়, আসল কথা হোল বিবাহ-বিচ্ছেদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ। নারী পুরুষের জন্য ঈশ্বর যে ব্যবস্থা দিয়েছেন এটা সেখানে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈশ্বর মানুষকে এই অধিকার দেননি—মথি ১৯ ঃ ৬ পদ)।

১১। পরিবারের সবাই একসংগে ঈশ্বরের বাক্য শুনবে ও একসংগে তাঁর উপাসনা করবে।

৫। আপনি এভাবে ঐ মহিলাকে বোঝাতে পারেন যে, গালাতীয় ৩ঃ ২৮ পদে নারী-পুরুষে কোন তফাৎ নেই বলা হয়েছে বটে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিবাহিত নারী-পুরুষের একের প্রতি অন্যের সম্পর্কের বিষয় ইফিষীয় ৫ঃ ২২-২৪ পদে ঈশ্বর যে, আদর্শ দিয়েছেন, তা বাতিল করা হয়েছে। এসম্পর্কে এই পাঠের মধ্য থেকে অন্যান্য পদও দেখাতে পারেন যেখানে "দায়িত্ব সম্পর্কে লেখা আছে।

১২। আপনার নিজের উত্তর। এই পাঠে আপনি যা পড়েছেন ও বুঝেছেন সেইভাবে আপনার ঘরকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করতে পারেন।

৬। ক) সত্য—ইফিষীয় ৫ঃ ২৮।
খ) মিথ্যা—ইফিষীয় ৫ঃ ২৫, কলসীয় ৩ঃ ১৯।
গ) মিথ্যা—ইফিষীয় ৫ঃ ২৮-২৯ (কেননা স্বামী-স্ত্রী দুই নয়, এখন তারা একদেহে পরিণত হয়েছে সুতরাং স্ত্রীকে ভালবাসা মানে কেবল আত্ম দানই নয় এর অর্থ নিজেকেই ভালবাসা)।

নোট

(আপনার কোন মন্তব্য থাকলে এখানে লিখতে পারেন)